পাঠক পরিষদের সাহিত্য সমালোচনা

নব আলোকে বাংলার সাহিত্যপত্র -প্রথম নভো সংখ্যার সমালোচনা

নব আলোকে বাংলার অন্যতম নবীন এবং সাংঘাতিক পদক্ষেপ হলো এই পাঠক পরিষদকে দিয়ে লেখকদের লেখা পড়িয়ে নেয়া। সাংঘাতিক এই কারণে যে পাঠক পরিষদকে পাঠানো পান্ডুলিপিতে লেখকের নাম থাকে না। সম্পাদক লেখকদের নাম মূল পান্ডুলিপি থেকে কেটে দিয়ে তা পাঠক পরিষদকে পাঠান। বিচারের নিরপেক্ষতার জন্য ব্যবস্থাটি মন্দ নয়। পাঠক পরিষদের সদস্যদ্বয় লেখক নই বলেই সমালোচনার কাজটি করছি। আমাদের উদ্ভাবিত সূত্র ধরে আমরা নিজেরাও কিছু লিখতে পারিনা। তাহোক, তবু আমাদের বিবিধ মন্তব্যকে অনেক লেখকই গ্রহন করে ধন্য করেছেন। অনেকেই জানিয়েছেন এহেন অহিংস আলোচনায় তাদের উপকারই হচ্ছে। নব আলোকে বাংলার জনপ্রিয়তা অত্যন্ত প্রত্যক্ষ । এ আনন্দের বন্যা লেখক পাঠক দুকূলকেই ভাসিয়ে নিতে উদ্যত উচ্চ থেকে উচ্চতর স্থানটিতে , সুন্দর থেকে সুন্দরতর পরিবেশে।

নব আলোকে বাংলার দ্বিতীয়প্রকাশনা এবং নব আলোকে বাংলা সাহিত্যপত্রের প্রথম সংখ্যা অভাবনীয় ভাবে আলোড়িত করেছে আমাদের মন। কবিতার কথাই প্রথমে চলে আসে। সুস্বাদু খাবার যদি কোন একটি অনুষ্ঠানের গদ্য হয় তবে আলোকসজ্জাটি পদ্য। বাহ্ , ভাবতেও ভালো লাগে নব আলোকে বাংলার আলোকসজ্জাটি কবিতা। সম্পাদকীয়কে প্রথাগত গদ্যের স্বাধীনতা থেকে বিচ্যুত করে ঘরমুখো ছন্দে আবদ্ধ করা যেন পাঠককে একটি আলোকগুচ্ছ উপহার দেয়ার মতনই- যা বাংলা সাহিত্যে বিরল।

বনফুলে আমাদের মন ভরে না। তাই ঘরের পাশে ফুলের বাগানটির প্রয়োজন হয় আমাদের। বাগানের ফুল আর বনফুল নিদারুন ভাবে ভিন্ন । একটি ছন্দোবদ্ধ অপরটি বিশৃঙ্খল। অভিধানের শব্দরাশি নির্জীব , কবিতার শব্দ রূপ-গন্ধ -স্পর্শে জীবন্ত , ছন্দ আছে বলেই। সে ছন্দ গদ্য ছন্দ বা মুক্ত ছন্দ যাই হোক না কেন।

'দ্বিধা ' কবিতাটি উপোরক্ত ঘরের পাশে বাগানের ফুলকেও মেনে নিতে পারেনি। এ যেন-- বাগানের শ্রেষ্ঠফুল গুলো তুলে নিয়ে নির্বাচিত পত্ররাজি দিয়ে সাজিয়ে যে তোড়া হলো, তা হাতে প্রেমিক দাঁড়িয়ে আছে অন্ধকার ঘরে, তোড়াটির ওপারে হাত বাড়িয়ে প্রেমিকা , ফুলের আলোয়ে উদ্ভাসিত প্রেমিক প্রেমিকার মুখ চোখ।

'চাই শুধু' কবিতাটি কবি হৃদয়ের উত্তাপ , আলো, গতি বিধৃত করেছেন হাসিরাশির আশায়। যুদ্ধ নয় শান্তির নির্দেশনায় । বিরহ নয় প্রেমের মদ্যই এই পদ্যে হৃদয় চিরে সবুজ ঘাসের মত বেরিয়ে এসেছে সোনার বাংলায়।

'কোনদিন যদি' চমৎকার প্রেমের কবিতা। 'নাছোড়বান্দা প্রেমিক 'এবং 'আজ আর ফিরে যাবো না' কবিতায় শব্দের এই বিন্যাস প্রেমের মিঠে মদ পানের এক নিপুণ চিত্রাংকন যা কবিতাটিকে সার্থক করে তুলেছে।

প্রকৃতি প্রেম আমদের চিরন্তন । কাব্যের ছন্দে এর যথার্থ রূপায়ন ঘটেছে 'সমুদ্র ' কবিতায়। 'শরৎ রানী' কবিতাটিও তেমন।

সমাজ সভ্যতার বিবর্তনের সাপেক্ষে মানুষের পরিবর্তন অতি সংক্ষেপে রূপায়িত হয়েছে 'আধুনিক মানুষ' কবিতাটিতে। নিসন্দেহে কবিতাটি একটি সার্থক রচনা।

'কবি ও পুলিশ' কবিতাটি পড়তেই চোখে পড়ে কবি একজন উচুঁদরের শিল্পী।তা না হলে এ কবিতায় শব্দবিন্যাস , শব্দের দৈনন্দিন ব্যবহার পদ্ধতি থেকে সম্পূর্ণ আলাদা করে কবিতার শরীরে সাজিয়ে দিতে পারতেন না। একজন ছন্দের জাদুকর না হলে প্রতিদিনের ব্যবহৃত শব্দগুলিকে এমন কাব্যরূপ দেয়া কঠিন। এ যেন সংবাদপত্রের একটি ছিন্ন অংশকে ছন্দের জাদুকরি রুমাল নেড়ে কবিতার জন্ম দেয়া।

গদ্য প্রসংগে কয়েকটি মন্তব্যঃ

পদ্যের চেয়ে গদ্যের লেখকদেরকেই সম্ভবত বেশী সচেতন থাকতে হয়। গল্প , রম্য , উপন্যাস বোধকরি 'সংবাদ' প্রধান । এই 'সংবাদ' টি যা লেখক তার গদ্যের মাধ্যমে পাঠকের কাছে পৌঁছে দিতে চাচ্ছেন তার সময়োপযোগী নির্বাচনই লেখকের প্রাথমিক কাজ। বাইসাইকেল আবিষ্কারের সংবাদে পাঠক আজ নিশ্চয়ই আন্দোলিত হবেন না। একদিন হয়েছিল, এখন সেইদিন নয়। একজন শরৎচন্দ্রের সময়ে সমাজের যে সমস্যাটি গুরুতর ছিল একালে তা আর ততটুকু নেই। তাই শরৎচন্দ্র একদিন যে বিষয়ে অনেক কিছু লিখেছেন তা এখন লেখা

যাবে না কেন -এ যুক্তিটিও অকাট্য নয়। পশ্চিমবঙ্গ এবং বাংলাদেশের এক পঞ্চমাংশ লোক যখন আর্সেনিক বিষে আক্রান্ত এবং এই বিষ নিরোধে চারপাশে যে আর্থ -সামাজিক-রাজনৈতিক খেলা জমে উঠেছে তা নিয়ে বাংলা সাহিত্যের লেখকদের মৌনতা কি বাঙালীর এক আলস্যময় অক্ষমতা নয়? জীবন যাপনের জন্য প্রাথমিক তিনটি উপাদান মানুষের দরকার; খাদ্য, জল, বায়ু। এ তিনটিই সংকটসীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে যে দ্রুত তা নিয়ে আমাদের উদ্বেগ সেরকম চোখেই পড়ে না কেন ভেবে পাই ন। 'সাধারণ বিশ্বাসের খোলা চিঠি' পাঠক পরিষদের মতে নিশ্চয়ই শ্রেষ্ঠ গদ্য, একটি আশার আলো। একটি বিপ্লবের পূর্ব প্রস্তুতি ।

আরো অনেক গদ্য রচনার ভেতর বিশেষ করে দ্রষ্টব্য 'ধ্বংসাবশেষ' নাটকটি। বারবার পড়ে দেখার মত রচনাটি। সত্য আবিষ্কারের নেশায় লেখক পাঠককে নিয়ে গেছেন কল্পজগতের বিভিন্নস্তরে ; সেই কল্পজগতকে একবারও বাস্তব থেকে আলাদা করে দেখা যায় না বলেই ধ্বংসাবশেষ নাটকটি এরকম চমকপ্রদ ।

'প্রেমের রিগ্রেশান ইকুয়েশন' গল্পটিকে ঠিক কতটা ছোটগল্প বলা চলে বলা কঠিন। একটি উপন্যাসের সারাংশই হয়তো বলা যেতে পারে। লেখকের চঞ্চলতাই সম্ভবত তাকে পাঠক থেকে কখনো দূরে ঠেলে দিয়েছে কখনো কাছে টেনে নিয়েছে; লেখক পাঠকের সহযাত্রা বিঘ্নিত হয়েছে বেশ। পাঠককে তৈরী হতে দেন নি লেখক, পাঠকের হাত ধরে হ্যাচকা টান মেরে দৌড়ে ফিরেছেন এখানে ওখানে। তবু গল্পটির মধ্যে একটি সত্য সংবাদ পাঠকের কাছে পৌঁছে যায় আর তা হলো, জীবনকে যতভাবেই পরিকল্পনা করো না কেন, সমাজের যত সম্মানীয় স্থানটিই দখল করে থাকোনা কেন, জীবন প্রেমের উর্দ্ধে নয়।

আর এ কথাটি আবারো ঘুরে ফিরে মনে হয় 'জানি আমি...' রচনাটিতে। 'জানি আমি...' একটি ছোট গল্প। লেখক দশ লাইনের ছোট গল্প রচনায় ছয় লাইনই ব্যয় করেছেন রবিঠাকুরের কবিতাকে টেনে এনে। বোধহয় তিনি রবিঠাকুরের কবিতার দারুণ ভক্ত । তাই তাঁর প্রভাব বলয় ভেদ করে লেখক কিছুই করতে পারেন না, কিছুই ভাবতে পারেন না। এই স্থবিরতার নাম রাইটার্স ব্লক । এটা সব লেখকের মধ্যে স্বাভাবিক । সব লেখককেই কোন না কোন সময়ে জগিং করে লেখার প্রস্তুতি নিতে হয় । তাই লেখককে নিরাশ করছি না। বলছি এ একটি অতি সাধারণ অসুখ। এবং দুরারোগ্য নয়।

রম্য রচনা সাহিত্যের কঠিনতম অধ্যায়। তার ওপর তা যদি হয় অনুবাদ তাহলে মূল সংবাদটি শেষ পর্যন্ত পাঠকের কাছে পৌঁছায় না। তাই একটি রম্য রচনার অনুবাদ যদি পাঠককে একটুও হাসাতে ব্যর্থ হয় আমরা বিস্মিত হবো না এবং অনুবাদকেরই ব্যর্থতা এ কথাও মেনে নেব না। একটি ভীন দেশী রম্য রচনা অনুধাবন করতে গেলে দরকার হয় সে দেশের ইতিহাস সংস্কৃতি সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় জ্ঞান । এই অনুপস্থিতির কারণেই রচনাটি আর রসাত্মক লাগে না পাঠকের কাছে। সেজন্যই অনেকে বলে ফেলেন, 'রম্য , কিন্তু পড়ে হাসি পায় না।'

আমাদের প্রজন্মের সকলের মুখে ফেরে একটি নাম 'পদ্মা নদীর মাঝি'। লেখক কে? তখন উত্তরটা এমন হয় মানিক বন্দোপাধ্যায় । হ্যা। মানিক বন্দোপাধ্যায়ের সাহিত্যের সমাজ ও পরিপার্শ্ব লেখাটি নিয়ে ই বলছি প্রবন্ধটি চমৎকার। তার মতন একজন প্রাবন্ধিকের আগমন নব আলোকের জন্য আনন্দেরই কথা। লেখকের নিকট হতে এরকম প্রবন্ধ আরো আশা করছি ভবিষ্যতে।

চিত্রাংকন বিভাগের অংকনগুলো নব আলোকে বাংলার সুন্দর সংগ্রহ। তেমনি ফটোগ্রাফিও ।যদিও ছবিগুলো কখন, কোথায় তোলা সে সম্পর্কে কোন তথ্য দেয়া নেই।

কাব্য কণিকা এ সাহিত্যপত্রের একটি অনিন্দ্য সুন্দর উপস্থাপন । কবি মনে হয় দারুণ একজন প্রেমিক । তাঁর প্রতিটি কথায় যদি থাকে এত ছন্দ, প্রতিটিছন্দে এত আনন্দ -এ সত্যি এক বিস্ময়। এ কাব্য কণিকার অলংকরন ওয়েব ওয়ার্ল্ডের ই-কার্ডের স্থান দখল করে নেবে অচিরেই। এর প্রতিটি অনুকাব্য বাংলাভাষাভাষীদের মুখে মুখে ফিরবে একদিন।

যে কোন সুন্দর সৃষ্টিই আরো সুন্দর হয় যখন তা অনেকের চেষ্টায় সৃষ্ট হয়। তাই লেখক, কবি, আঁকিয়েদের ধন্যবাদ জানাই এ জন্যেই যে তাদের সহযোগীতা ছাড়া এমন আয়োজন কখনই হতো না, পাঠক হৃদয়ে এত ভালো লাগার আলোড়ন কখোনই তুলতো না। পাঠকদের যদি বাংলা ভাষাকে ভালবাসার তীব্র ইচ্ছে না থাকতো, এ সাহিত্যপত্র সৃষ্টি অর্থহীন হয়ে পড়তো। তাদের সাহিত্য জগতের বিচরণভূমির একাংশ হতে পেরে এ সাহিত্যপত্র আজ নিজেই ধন্য।

... ...